১ আগস্ট ২০২৬ "জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি: সংস্কার ও বিচার" শীর্ষক এক আলোচনা সভা জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করে মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের নেটওয়ার্ক। অধিকার এর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এএসএম নাসিরউদ্দিন এলানের সঞ্চালনায় এ সভায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের পরিবারের সদস্য, আহত জুলাইযোদ্ধা, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সাবেক সদস্য বক্তব্য রাখেন।

জুলাই শহীদ শাহরিয়ারের মা মমতাজ বেগম গণঅভ্যুত্থানের দুবছরেও সন্তান হত্যার বিচার না পাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন। পুলিশের গুলিতে বাম চোখের দৃষ্টি হারানো জুলাই যোদ্ধা মোহাইমিন পুলক বিক্ষোভ দমনে পেলেট গান ও প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধের আহ্বান জানান। শহীদ জাবিরের বাবা কবির হোসেন বলেন, থানায় মামলা করলে গেলে পুলিশ মামলা নিজে রাজি না হওয়ায় তাকে কোর্টে মামলা দাখিল করতে হয়েছে। তিনি বলেন, গত দুই বছরে মাত্র ৭টি মামলার রায় হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে মামলার অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যাত্রাবাড়ী এলাকায় নেতৃত্বদানকারী জুলাই যোদ্ধা রিদওয়ান হাসান বলেন, চরিত্রহননের মাধ্যমে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতাদের বিতর্কিত করে জুলাইয়ের শক্তিতে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংস্কারের দাবীকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। তিনি ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাতে বাধা আরোপ না করা হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থায় জরুরী সংস্কারের ক্ষেত্রে কেবল জুলাইয়ের অঙ্গীকার থেকে নয়, বরং বিএনপি তাদের নিজেদের ৩১ দফার অঙ্গীকার থেকেও সরে গেছে। জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও ক্রীড়াঙ্গনে দলীয়করণ করে বিএনপি তাদের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে।

বিএনপির সংসদ সদস্য মানসুরা আক্তার বলেন, বিরোধীতা গণতন্ত্রের অংশ ।রাষ্ট্র পরিচালনায় বিরোধী মতকে বিবেচনায় নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিএনপি বিরুদ্ধ মতকে সবসময় স্বাগত জানায়। তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনকল্যাণমূলক বিষয়ে ঐকমত্য প্রয়োজন।

বিএনপি কর্তৃক সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সংস্থায় দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগের সমালোচনা করে এনসিপি'র সদস্য সচিব ও সংসদ সদস্য আক্তার হোসেন বলেন, এসব উদ্যোগ সংস্কারের অঙ্গীকারের বিরোধী। এছাড়া, তিনি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিএনপি'র প্রতি আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাইবার সিকিউরিটি প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা তাঁর বক্তব্যে বিচার প্রক্রিয়ায় ধীরগতির কয়েকটি কারণ তুলে ধরেন। তিনি বিচারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তদবির এবং তদেন্তর ক্ষেত্রে জনবলের সীমাবদ্ধতাকে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন।

গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সাবেক সদস্য ড. নাবিলা ইদ্রিস বলেন, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গুম বন্ধ হওয়ার পর আবার ফিরে আসাটা গভীর উদ্বেগের বিষয়। তিনি বলেন, বিএনপি কর্তৃক ২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন পুনর্বহাল করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাগেরহাটে মিরাজ শেখ নামে এক ব্যক্তির গুম হওয়ার ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, অভিযুক্ত বাহিনীর দ্বারা তদন্তের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার মাধ্যমে কখনো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও এনসিপি নেতা সারোয়ার তুষার বলেন, মানবাধিকার কমিশন আইন ও গুম প্রতিরোধ বিষয়ক অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত না করার সময় বিএনপি সেগুলোকে পর্যালোচনা করে আরো ভালো আইন তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেও তারা যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের প্রস্তাব করেছে, সেটা আওয়ামী লীগ আমলের ২০০৯ সালের আইনের চেয়েও দুর্বল, যেখানে কমিশনের তদন্তের ক্ষেত্রে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নেই। গুমের ঘটনায় পুলিশের তদন্তের ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা খসড়া আইনও গুমের বিচারের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় যুবশক্তির সভাপতি তরিকুল ইসলাম জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খার যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া, বিশেষ করে, রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার না হওয়ার ব্যাপারটিকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর ফলে নতুন করে ফ্যাসিস্ট শক্তির তৈরি হওয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। সংস্কারে ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে গণঅভ্যুত্থানের পর প্রথম গুমের ঘটনা হিসেবে গত ১০ এপ্রিল বাগেরহাটের মিরাজ শেখ এর গুম হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি: সংস্কার ও বিচার
REFORMS AND JUSTICE AFTER THE JULY UPRISING
01 August 2026
National Press Club, Dhaka
Organised by: Human Rights Defenders Network Supported by Odhikar

PEOPLES